

এর পর বর্তমান সরকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কারও দ্বিধা থাকা উচিত নয়, তাদের মূল লক্ষ্য হল – সাধারণ শিক্ষাকে আরও মাদ্রাসামুখী করে তোলা, যাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে মুসলিম প্রজাতন্ত্রে কালক্রমে রূপান্তরিত করা যায়, অন্ততঃ কার্যতঃ।

আমরা মনে করি এই সুস্পষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাধ্যমিক স্তরে 'একমুখী' শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। পাঠ্যসূচীতে ধর্মবিষয়ক আবশ্যিক পাঠের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ধর্মবাদী করে তোলা, তাদের সৎ মুসলমান, সৎ খ্রীস্টান, সৎ হিন্দু, ও সৎ বৌদ্ধ বানানো, সংস্কৃতিবান মুক্তচিন্তার অধিকারী মানবধর্মী, যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ-ক্ষম

মানুষ তৈরী করা নয়। এই উদ্যোগ কোন ক্রমেই ছাত্রটিকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলবে না। এর পাশাপাশি ব্যবসা শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হবেন একদল ধর্মবাদী আত্মকেন্দ্রীক ব্যবসায়ী। যদি ধরেও নেয়া হয় সরকারের প্রবর্তিত ব্যবস্থায় বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফেল মেরে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করবে, কিন্তু অন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয় কি অন্তর্ভুক্ত করা যেত না। সরকারের চিন্তার দৈন্যতা যে কি পরিমান তা সহজেই বোঝা যায় এসব কার্যক্রম দেখে।

আমরা অবশ্য মনে করি, শিক্ষা নীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা কোন ক্রমেই এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরণের পরস্পর বিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থায় 'কক্ষ অবরুদ্ধ' হয়ে পড়ে। শ্রেণীতে, সাম্প্রদায়িক চেতনায়, বিভেদ-বুদ্ধিতে, ক্ষুদ্র চিন্তার গণ্ডিতে যেন তারা বাধা না পড়ে। আর এজন্যই আমাদের স্পষ্ট দাবী আমরা একটি মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা চাই, একমুখী শিক্ষা চাই। একই শ্রেণীতে বা একই স্তরে পাঠরত ছাত্র যেন একই ব্যবস্থার অধীনে থাকে, তাকেই আমরা বলব 'একমুখী শিক্ষা'। একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রী একটি মাত্র শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সমাপন করবে। পরে আসবে বিষয় বা শৃংখলা ভিত্তিক প্রশস্ত বিভাজন (বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য, সুকুমার বৃত্তি, বৃত্তি ও কারীগরীমূলক..)। আরও উচ্চস্তরে বিশেষ জ্ঞান ভিত্তিক শৃংখলায় জ্ঞান অর্জনের পথ ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত হবে আমাদের এই একক শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে, এই বিশেষ জ্ঞান অর্জন ও পাঠ তারা নিতে পারবে— স্নাতক ও স্নানতকোত্তর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে তৈরী ইনস্টিটিউটসমূহে।

মাধ্যমিক স্তরে সরকার প্রস্তাবিত 'একমুখী শিক্ষা' ব্যবস্থা কেন পরিত্যজ্য ?

দেশের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকবৃন্দ তাদের লেখার মধ্য দিয়ে এই পশ্চাৎগামী উদ্যোগকে সমালোচনা করেছে, এবং এর বিরোধিতা করেছে ? আমরাও এর বিরোধিতা করি নিম্নোক্ত কারনের জন্য :

১। প্রথমত ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষা সংগঠন বা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা শিক্ষাবিদদের মধ্য থেকে বর্তমানে প্রচলিত মুখ্যত ত্রিসোত বিশিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাতিল করে একত্রিত একটি মাত্র ধারার জন্য দাবী করেন নি।

২। দ্বিতীয়ত চূপিসারে ও হঠাত করে এই পরিবর্তনের উদ্যোগের সাথে শিক্ষক ও শিক্ষা সংগঠন বা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তি বা শিক্ষাবিদদের সাথে অর্থবহ আলোচনা ও মত বিনিময় করেন নি।